সমকাল

তারিখ 24 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

শিক্ষাঙ্গনে যৌন হয়রানি
বিষবৃক্ষ উপড়ে ফেলুন

প্রায় সব নারী-পুরুষই তাদের জীবনে কোনো না কোনো শিক্ষকের প্রভাবের কথা গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন। তারা বলেন, জীবনে যা কিছু অর্জন তার পেছনে শিক্ষকের ইতিবাচক প্রভাব। শিক্ষকতা সব দেশেই মহান পেশা হিসেবে স্বীকৃত। তারা বিত্তবৈভবের পাহাড় গড়তে না পারেন, জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে গিয়ে নিজের পরিবারের প্রত্যাশা পূরণে তেমন সফল না হতে পারেন; কিন্তু রাজাধিরাজ থেকে শুরু করে সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি ও অগণিত সাধারণ মানুষের কুর্নিশ আদায় করে নিতে সমস্যায় পড়েন না। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি। শিক্ষার প্রসারের পাশাপাশি মান বাড়াতেও আমরা মনোযোগী হয়েছি। এটাও মনে রাখতে হবে যে, বিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা এখন প্রায় সমান। উচ্চতর পর্যায়েও সমতা অর্জিত হবে, তেমনই সংকল্প ব্যক্ত হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন মহল থেকে। এক সময়ে আমাদের সমাজে নারীর পরিচয় ছিল অবরোধবাসিনী। মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়া অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের জন্য তার লেখনী কাজে লাগিয়েছেন। এখন সেই অবরোধ ভেঙে ফেলে যে অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে তার পেছনে শিক্ষকদেরও অবদান বিপুল। কিন্তু আমাদের শিক্ষামন্ত্রী যখন ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, মহান এ পেশায় কিছু কুলাঙ্গার ঢুকে পড়েছে, তারা রক্ষক হয়ে ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ– তখন আমাদের তো অনিঃশেষ যন্ত্রণা-ক্ষোভে দগ্ধ হতে হয়। রোববার সমকালে 'শিক্ষকরাই অপকর্মে– ছাত্রীরা ভীত, উদ্বিগ্ন' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এতে বলা হয়, গত তিন সপ্তাহে শিক্ষা মন্ত্রণালয়েই কেবল শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ছাত্রী নির্যাতনের ২৯টি অভিযোগ জমা পড়েছে। পরিবার ও সমাজের অসংখ্য বাধা ডিঙিয়ে যে মেয়েরা শিক্ষাঙ্গনে পা রাখে তাদের যত্নের সঙ্গে আগলে রাখার দায়িত্ব যাদের ওপর বর্তায়, তার মধ্যে শিক্ষকদের কথাই আসে সর্বাগ্রে। তাদের মধ্যেই এমন ভয়ঙ্কর বিষধর সাপ! কেউ বলতে পারেন যে দেশে শিক্ষকের সংখ্যা ছয়-সাত লাখ। এদের মধ্যে অভিযুক্তের সংখ্যা তো অতি নগণ্য। কিন্তু কেবল সংখ্যা দিয়ে তো এ কালান্তক ব্যাধির ব্যাপকতা পরিমাপ করা যায় না। আরও দুর্ভাগ্যজনক যে, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সম্পর্কেও প্রায়শই ছাত্রীদের যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠছে। এরা শিক্ষকদের ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করছে। এদের কারণে নারী শিক্ষায় বিঘ্ন ঘটছে। এরা বিষবৃক্ষ এবং তা উপড়ে ফেলতেই হবে। এ জন্য আইনের ঘাটতি নেই। প্রয়োজনে নতুন আইনও করা যায়। কিন্তু মূল কথা হচ্ছে, এমন ঘৃণ্য অপরাধে সামান্যতম সংশ্রবও গ্রহণযোগ্য নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে যৌন হয়রানির যে কোনো ঘটনা থেকে মুক্ত রাখার জন্য শিক্ষক, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, বিচার বিভাগ– সবাইকে একাট্টা হতে হবে। এ বিষয়ে সর্বোচ্চ স্পষ্ট আদালতের নির্দেশনা রয়েছে। প্রয়োজনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নতুন গাইডলাইন তৈরি করে দিতে পারে। মূল কথা হচ্ছে– যৌন হয়রানি কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না।